14

দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 JAN 1997
পৃঃ ১ কলাম ৭

নগরীর সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু ঃ প্রশ্নপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ অভিভাবকদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে গতকাল রোববার রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। গতকাল মোট ৮টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারই প্রথম শিক্ষা অধিদফতর কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণয়ন করা হয়।

গতকাল যেসব স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি হচ্ছে ঃ ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভঃ গার্লস স্কুল, ইসলামিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ও মোহাম্মদপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

গতকালের পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীর চাপ দেখা যায় ঢাকা গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলে। এই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ২শ' আসনের বিপরীতে প্রায় ১৮শ' পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১০টি আসনে ভর্তির জন্য প্রায় ৫শ' এবং নবম শ্রেণীতে ১০টি আসনে ভর্তির জন্য প্রায় সাড়ে ৪ শ' পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, পর পর দু বছর স্কুলের রেজাল্ট ভাল হওয়াতে এ বছর স্কুলে ভর্তিচ্ছুদের চাপ একটু বেশী। গত বছর এই স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ২শ' আসনে ভর্তির জন্য প্রায় পনের শ' পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী হতে

(৮–এর পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

রাজধানীর সরকারী স্কুলগুলিতে রোববার থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের ভিড়। —দৈনিক বাংলা

নগরীর সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু ঃ প্রশ্নপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে তৈরি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম শ্রেণী এবং দুপুর দেড়টা থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী হতে নবম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুরে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুটা হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, বাচ্চাদের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের প্রধান গেট খুলে না দেওয়ায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ধাক্কা ধাক্কি করে অভিভাবকরা গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময়ে কিছুটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ৫০টি আসনে ৩৮০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৫০টি আসনের জন্য ৩৮৬ জন, পঞ্চম শ্রেণীতে একশ'টি আসনের জন্য ৪৫০ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০টি আসনে ৩২০ জন এবং নবম শ্রেণীতে ৩০টি আসনের বিপরীতে ১৫৭ জন পরীক্ষা দেয়।

খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণী, ষষ্ঠ শ্রেণী ও নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম শ্রেণীতে ৪৮টি আসনের বিপরীতে ৩শ জন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১শ' আসনে ২৫০ জন এবং নবম শ্রেণীতে ২০টি আসনে ১৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বদরুন্নেসা আহমেদ জানান, নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন খুবই কঠিন হয়েছে। বিশেষ করে ইংরেজী যেভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে তাতে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী পাস করতে পারবে না। তিনি বলেন, ফেল করা ছাত্রদের ভর্তি করা যাবে না। অথচ প্রশ্নপত্রের ধরন দেখে মনে হয় আসন পূরণ করার মত ছাত্র পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, নবম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অষ্টম শ্রেণীর পাস একটি ছাত্রের মেধার কথা ভেবেই প্রশ্ন করা উচিত। প্রশ্নপত্র নিয়ে পন্ডিতি ফলানোর কিছু নেই। অথচ তাই করা হয়েছে।

আজ যেসব সরকারী স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সেগুলি হচ্ছে ঃ মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম হাই স্কুল, বাংলা বাজার সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ, ধানমন্ডি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও আমলিগোলা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।